গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩৪.০০১.১৯-৭০

তারিখঃ ১৮/০১/২০২১ খ্রি:।

বিষয়: যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নিকার-১ শাখা হতে প্রাপ্ত পত্র নং-১১৯; তারিখ: ০৮/১২/২০২০ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ বিষয়ে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির (প্রি-নিকার) গত ১৯/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (সংযুক্তি-১):

১.৮। **সিদ্ধান্ত:**

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ বিরামপুর মৌজা আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না করে সম্পূর্ণ মৌজাটি সম্প্রসারণযোগ্য এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করে সংশোধিত চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন নিকার সভায় উস্থাপনের জন্য প্রেরণ করবে।

এমতাবস্থায়, সচিব কমিটির গত ১৯/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সাথে উপশহর ইউনিয়নের বিরামপুর মৌজা(সম্পূর্ণ) (ইতোপূর্বে প্রকাশিত গেজেটে উল্লিখিত অংশ ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত করণের লক্ষ্যে সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাব (শুধুমাত্র বিরামপুর মৌজার অবশিষ্ট অংশ) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:-বর্ণনামতে।

১৮/১/২০২১

(মোহাম্মদ ফারুক হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

মেয়র
যশোর পৌরসভা, যশোর।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। জেলা প্রশাসক, যশোর।
০২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
০৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার-১ শাখা

বিষয়ঃ ১৯ নভেম্বর, ২০২০/০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী।

১৯ নভেম্বর, ২০২০/০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা কক্ষে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্য সর্বজনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন সিনিয়র সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ; হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; আব্দুর রউফ তালুকদার, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ; মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়; শেখ ইউসুফ হারুন, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া, জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সভায় উপস্থিত ছিলেন। জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার, উপসচিব, নিকার অধিশাখা এবং জাকির হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, নিকার-১ শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভা পরিচালনায় সহায়তা ও সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন।

আলোচ্যসূচি-০১: যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ।
উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

১.১। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপস্থাপনা:

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪ (৪) (খ) ধারায় এবং 'পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬' এর বিধি ৩-এ পৌর এলাকা সম্প্রসারণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, যশোর, সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। সে অনুসারে যশোর জেলার যশোর পৌরসভা সম্প্রসারণের জন্য যশোর সদর উপজেলাধীন ০৬টি ইউনিয়ন যথাঃ- ১. উপশহর, ২. নওয়াপাড়া, ৩. আরবপুর, ৪. ফতেপুর, ৫. রামনগর, এবং ৬. চাঁচড়া ইউনিয়ন যশোর পৌরসভায় অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সে অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে।

১.২। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে যশোর পৌরসভা গঠিত হয়। বর্তমানে উক্ত পৌরসভার আয়তন মাত্র ১৪.৭২ বর্গ কি:মি। দীর্ঘ প্রায় ১৫৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও যশোর পৌরসভার সীমানা বৃদ্ধি পায়নি। যশোর পৌরসভার চতুর্দিকে অবস্থিত ৫টি ইউনিয়ন যথা: উপশহর, আরবপুর, ফতেপুর, রামনগর ও চাঁচড়া-এর ১১টি এলাকার ৭.৬০৫ বর্গ কি:মি: শতভাগ শহর এলাকা। উক্ত এলাকাসমূহে বসবাসকারী জনসংখ্যা প্রায় ১,৬৯,৪৯৫ জন। তারা শহর কেন্দ্রিক সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত এলাকায় যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বিসিক শিল্পনগরী, যশোর সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, যশোর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, বিএডিসি সার গোডাউন, বিএডিসি অফিস, মৎস প্রজনন কেন্দ্র, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাক আঞ্চলিক অফিস ও আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এবং বিজিবি হেড কোয়ার্টার অবস্থিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে যশোর পৌরসভার বিদ্যমান সীমানা সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১.৩। বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ১৮ আগষ্ট, ২০১৯ তারিখে যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্ত সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যার এস, আর, ও নং-২৬২-আইন/২০১৯। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের কোনো আপত্তি আছে কিনা, তার প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোরকে অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসক, যশোর এ বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি পাওয়া যায়নি মর্মে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১২ জুলাই, ২০২০ তারিখ যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যার এস, আর, ও নং ২০১-আইন/২০২০।

১.৪। পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৩-এর আলোকে পৌর এলাকা সম্প্রসারণের শর্তাবলি নিম্নরূপ:

ক্রম	পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী ন্যূনতম শর্ত	প্রস্তাবিত এলাকার তথ্য
১.	অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত	৭৮%
২.	শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমি অকৃষি প্রকৃতির	৭৪.৫৪%
৩.	প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৫০০ জন হিসাবে প্রস্তাবিত এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব;	৩,০২৬ জন
৪.	দাগ নম্বরসমূহ পরস্পর সংযুক্ত ও পৌরসভার সংলগ্ন	দাগ নম্বরসমূহ পরস্পর সংযুক্ত
৫.	প্রস্তাবিত এলাকাটি সেনানিবাস এলাকা বহির্ভূত	সেনানিবাস বহির্ভূত

১.৫। উল্লেখ্য, যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের বিষয়টি পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে।

১.৬। এমতাবস্থায়, যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাব নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

১.৭। আলোচনা:

(ক) যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, যশোর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী পৃথকভাবে তফসিল উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, যশোর জেলার যশোর পৌরসভা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে। জেলা প্রশাসক, যশোর এর প্রতিবেদনের আলোকে সার্বিক বিবেচনায় তফসিলে বর্ণিত জমি যশোর পৌরসভার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা যায় মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

(খ) এ ছাড়া, উপশহর ইউনিয়নের বিরামপুর মৌজা আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না করে সম্পূর্ণ মৌজাটি সম্প্রসারণযোগ্য এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

(গ) যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের বিষয়টি পৌর এলাকার সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৬-এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করেছে।

১.৮। সিদ্ধান্ত:

(ক) উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সাথে উপশহর ইউনিয়নের বিরামপুর মৌজা (সম্পূর্ণ), শেখহাটি এবং কিসমত নওয়াপাড়া মৌজা; নওয়াপাড়া ইউনিয়নের নওদাগ্রাম মৌজা; আরবপুর ইউনিয়নের খোলাডাঙ্গা মৌজা; ফতেপুর ইউনিয়নের ঝুমঝুমপুর এবং বালিয়াডাঙ্গা মৌজা; রামনগর ইউনিয়নের রামনগর, মুড়লী এবং মোবারককাঠি মৌজা; এবং চাঁচড়া ইউনিয়নের চাঁচড়া মৌজায় বর্ণিত দাগগুলো অন্তর্ভুক্ত করে যশোর পৌরসভা সম্প্রসারণের প্রস্তাবটি নিকার সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হল।

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ বিরামপুর মৌজা আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না করে সম্পূর্ণ মৌজাটি সম্প্রসারণযোগ্য এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করে সংশোধিত চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন নিকার সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করবে।

(গ) স্থানীয় সরকার বিভাগ নিকার সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব সারসংক্ষেপ আকারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

আলোচ্যসূচি- ০২: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কাজলা ও বোয়াইল ইউনিয়নের বিরোধপূর্ণ অংশ বিয়োজন করে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা/থানার সাথে সংযোজন করে মাদারগঞ্জ উপজেলা ও থানার সীমানা পুনর্গঠন। উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২.১। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপস্থাপনা:

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কাজলা ও বোয়াইল ইউনিয়নের বিরোধপূর্ণ অংশ বিয়োজন করে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা/থানার সাথে সংযোজন করে মাদারগঞ্জ উপজেলা ও থানার সীমানা পুনর্গঠন করার জন্য জেলা প্রশাসক, জামালপুর সুপারিশসহ প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করেন।

২.২। উল্লেখ্য, থানা এলাকার সীমানা পুনর্গঠনের বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। তাই জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার সীমানা পুনর্গঠনের বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগের মাধ্যমে পৃথকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

২.৩। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কাজলা ও বোয়াইল ইউনিয়নের বিরোধপূর্ণ অংশ বিয়োজন করে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার সাথে সংযোজন করে মাদারগঞ্জ উপজেলার সীমানা পুনর্গঠন করলে প্রশাসনিক কার্যক্রম যেমন সুবিধাজনক হবে তেমনি অন্যান্য পরিসেবার কাজও অধিকতর সহজ হবে মর্মে বর্ণিত উপজেলার সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসক জামালপুর এর মতামতের সাথে একমত পোষণপূবর্ক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করেন। অপরদিকে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কাজলা ও বোয়াইল ইউনিয়নের বিরোধপূর্ণ অংশ বিয়োজন করে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার সাথে সংযোজন করে মাদারগঞ্জ উপজেলার সীমানা পুনর্গঠন করার বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, বগুড়াকে নির্দেশনা প্রদান করলে নির্দেশনার আলোকে জেলা প্রশাসক, বগুড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে